দৈনিক জনকণ্ঠ 15

তারিখ ... FEB. 0 6 2000

পৃষ্ঠা 7 কলাম ... 2 ...

দু'বছর কোর্সের দেড় বছর পার না হতেই পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্ষোভ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দু'বছরের ইন্টারমিডিয়েট কোর্স দেড় বছর পার না হতেই এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর তারিখ নির্ধারণ করায় দেশ জুড়ে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নতুন সিলেবাসের নতুনত্ব ও এর ব্যাপক পরিসর, যথাসময়ে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত না হওয়া এবং আটানব্বইয়ের ভয়াবহ বন্যার কারণে দু'হাজার সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা ছয় মাস পিছিয়ে পড়েছে। '৯৮-এর নবেম্বরে সারা দেশে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস শুরু হয় এবং ২০০০ সালের এপ্রিলে

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

দু'বছর কোর্সের

(প্রথম পাতার পর)

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। মাঝখানের আঠারো মাসেও হরতালসহ বিভিন্ন ছুটির ফাঁদে অনেক ক্লাস হয়নি। ছয় মাসের এই ঘাটতি পূরণ না করে অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে সিলেবাস শেষ ছাড়াই আগামী ২৭ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে।

জানা যায়, পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর গৎবাঁধা সিদ্ধান্তের কারণে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। বছর দু'য়েক আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষা মার্চে এবং এইচএসসি পরীক্ষা এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৭ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, সিলেবাস সুষ্ঠুভাবে শেষ না হলেও পরীক্ষার তারিখ আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখে পরীক্ষার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে। ইন্টারমিডিয়েট কোর্স দু'বছরের। কিন্তু এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা সময় পেয়েছে দেড় বছরেরও কম। তার ওপর তাদের নতুন সিলেবাস পড়তে হয়েছে। আবার পাঠ্যপুস্তকও তারা পেয়েছিল বেশ দেরিতে। আর '৯৮-এর ভয়াবহ বন্যার কারণে ঐ বছরের আগস্টে এসএসসির ফল প্রকাশিত হলেও ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস শুরু হয় নবেম্বর-ডিসেম্বরে।

সূত্র জানায়, এসব কারণে দেশের অধিকাংশ কলেজে সুষ্ঠুভাবে সিলেবাস শেষ হয়নি। তড়িঘড়ি করে নতুন ও বিস্তৃত পরিসরের সিলেবাস শেষ করার চেষ্টা চলছে। পরীক্ষার্থীদের এখন নাভিশ্বাস অবস্থা। পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখে অনেক সচেতন পরীক্ষার্থী অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বিধায় শিক্ষক ও শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক শিক্ষক ও বোর্ড কর্মকর্তা নতুন সিলেবাস, সময়মতো বই হাতে না পাওয়া ও ছয় মাসের সেশনজটের কথা বিবেচনা করে এইচএসসি পরীক্ষা মাস দুয়েক পিছিয়ে দেয়ার কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলে পরীক্ষার্থীদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ অনেকাংশে লাঘব হবে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এটিএম শরীফ উল্লাহ্ বলেন, আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা হলে পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হবার কথা নয়। কারণ নতুন সিলেবাসে যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তারা এসএসসিতেও নতুন সিলেবাস পড়ে এসেছে। ছয় মাসের সেশনজট প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, ইন্টারমিডিয়েট দু'বছরের কোর্স হলেও কোন ব্যাচই এই পুরো সময় পায় না। অন্যান্য ব্যাচের কোর্সও ইতোপূর্বে কুড়ি বা একুশ মাসে শেষ হয়েছে।